প্রার্থনা - নীরবে, নিভৃতে

মমতা চৌধুরী

একটা কোমল মন ছিল ওর।
আর্তের বেদনায় সজল হত বার বার,
মনের যদি মৃত্যু হয় জীবনের সাথে তার,
সাদা গোলাপের পাপড়িতে ঢেকে দাও ওকে শেষবার।

গভীর একটা হৃদয় ছিল ওর।
হাজারো মানিক রতনের ঐশ্বর্য্যে ঝলমল।
ঐ হৃদয়ের আলো নিভে গেছে আজ চোখের আলোর আধাঁরে -
শত-জাহানের ভালবাসার প্রদীপ জ্বালাও তার স্মৃতির মাঝারে।

চাঁদের মতন মুখ, জ্যোৎস্নার মত অন্তর ছিল ওর।
মুক্তোঝরা হাসি, সলাজ আঁখির গভীর চাওয়া ঘন পল্লবে,
কোন আগুনের আহুতিতে গেল জ্বলেপুড়ে সেই শান্তশ্রী চিরতরে -
ঘুমিয়েছে, তাকে তুমি মহাসাগরের প্রশান্তি দাও, হে ঈশ্বর।

আকাশ প্রদত্ত সৃষ্টিধর্মিতার বৈশিষ্ট্য ছিল ওর।
সাগরের নীলে, অরণ্যের শ্যামলিমায়, বৃষ্টির নিক্কনে,
এঁকে যেত ‘কত ছবি কত গান’ নিজের একান্তে নিঃসীম প্রান্তরে -
তাকে আর একবার নীলপদ্ম হয়ে ফুটতে দাও পৃথিবীর হৃদয় সরোবরে।

কণ্ঠে সহস্র পাখীর গান ছিল ওর।
ধ্যানমগ্ন অনন্ত সূর্য ও চঞ্চল হত সেই গানের তানে,
নীরব কণ্ঠ, ছিন্ন বীণা, আরতো গাইবেনা সে কোন মরমীয়া,
না হয় আর সব বন্দী পাখি আকাশে উড়িয়ে দাও তার স্মরণে।

আফ্টার-অল, ‘শি ইজ’ এ হিউম্যান বিইং।
জানতে না কি তা তোমরা? তবে কেন দিলে তাকে এত লাঞ্ছনা?
লজ্জা কি পায়নি তোমার পাশবিকতা? এ-ত তোমাদেরই আত্মার অবমাননা!
তার শেষ মর্যাদা রক্ষার সহায় হয়ে জাগরুক হোক তোমাদের ঘুমন্ত মানবতা।

পথভুলে এসেছিল সে এই পৃথিবীর পথে, কোন গ্রহান্তর হতে,
এই বুঝি তার অপরাধ - সুন্দর জীবনের তরে এইটুকু সাধ!
অপরূপ সূর্যমুখী হৃদয় নিয়ে চলে গেছে আজ সে ধরনী ছেড়ে,
দু’ফোঁটা অশ্রুর শেষ অর্ঘ দিও তারে। নিভৃতে। নীরবে॥

২০ শে নভেম্বর ২০০৫

খুব কাছে থেকে দেখা এক জন নারীর স্মরণে। যে তার হৃদয়ের অপার সৌন্দর্যের জন্য, চিন্তা চেতনার প্রসারতার জন্য বার বার লাঞ্ছিত হয়েছে একজন কর্তৃত্বপরায়ন পুরুষের কাছে। বার বার মরে যেয়েও সে মরণকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। আর একজন অচেনা নারী যে সংসারের বলিকাঠে নিজের প্রাণটুকু বিসর্জন দিয়ে বেঁচে গেছে।